ফেরদৌস ওয়াহিদ

এমন একটা মা দে না...

তানভীর তারেক

'আমার যতদূর মনে পড়ে, আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত মুখস্থ গাইতাম। 'মায়াবন বিহারিণী'- গানটি খুবই প্রিয় আমার। তখনো জানিনি গানই গাইতে হবে সারা জীবন। এরপর যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন হলে গিয়ে আরমান ছবিটি দেখলাম। ওই ছবির সব কটি গান আমাকে এতটাই পাগল করল যে, ঘরে এসেই বাবার কাছে বায়না ধরলাম গান শিখব বলে।' গানের প্রতি প্রথম আকর্ষণটা কীভাবে তৈরি হলো? প্রশ্নের উত্তরে আনন্দ-এর মুখোমুখি বসে সেদিন এভাবেই শুরু করলেন ফেরদৌস ওয়াহিদ। এক সময়ের জনপ্রিয় পপগায়ক।

আমার আগ্রহ দেখে এরপর বাবা আমার জন্য ওস্তাদ রেখে দিলেন। ওস্তাদ ফজলুল হক। ক্লাসিক্যালের পুরোটাই আমি তার কাছ থেকেই শিখি। '৬৮ সালের ঘটনা এগুলো। এরপর গানের বাকিটুকু শিখলাম ওস্তাদ মদনমোহন দাস ও ওস্তাদ সাদেক আলী (সুরকার আলাউদ্দিন আলীর চাচা)। '৭৩-এ আমার সঙ্গে পরিচয় হয় ফিরোজ সাঁইয়ের। তিনি আমার গান শুনে তার ব্যান্ডে গাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। ফিরোজ সাঁই তখন স্পন্দন ব্যান্ডে গাইতেন। '৭৩-এর ২৭ মার্চ প্রথম ওপেন এয়ার কনসার্টে অংশ নিই। ওয়াপদা মিলনায়তনে। ওই প্রোগ্রামে 'এই যে দুনিয়া' গানটি গাওয়ার পর দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে যে উত্তেজনা তা সত্যিই অবাক করার মতো। এ স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলব না। এরপর ফিরোজ সাঁই-ই আমাকে একদিন আজম খানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। উচ্চারণ ব্যান্ডে যোগ দিলাম। শুরু হলো উচ্চারণের কাজ। উচ্চারণ ব্যান্ডের প্রথম অ্যালবামের কাজ শুরু হলো। সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ফিরোজ সাঁই। বলা যায়, ফিরোজ সাঁই না থাকলে আজ একজন আজম খান, ফেরদৌস ওয়াহিদ তৈরি হতো না। বাংলাদেশের পপ মিউজিকের সবটুকু কৃতিত্ব তাকে দেওয়া উচিত। উচ্চারণ ব্যান্ডটির নাম রেখেছিলেন আমারই বন্ধু এনায়েত উল্লাহ খান। যিনি বর্তমানে ঢাকা কুরিয়ারের সম্পাদক। অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে সেই উচ্চারণ ব্যান্ডটিকে দাঁড় করাতে। কারণ তখন গিটার, ড্রাম দিয়ে বাংলা গান কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ১৯৭৬ সালে সুরকার আলম খানের সুরে প্রথম প্লেব্যাক করি। ছবির নাম *লাভ ইন সিমলা*। আমি তখন উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ি। আমি প্রথম টিভি গান গাই সপ্তবর্ণা অনুষ্ঠানে। স্যার আবদুল্লাহ আবু সাঈদীই আমাকে তার অনুষ্ঠানে এ সুযোগটি করে দেন।

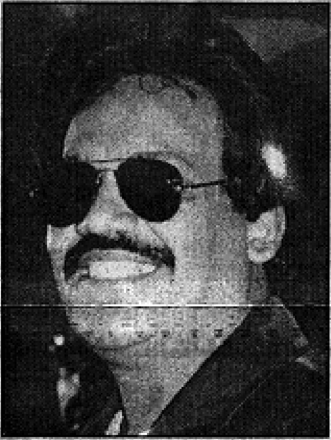

ফেরদৌস ওয়াহিদ

বাবা : মরহুম ওহিদুদ্দিন আহমেদ

জন্ম : ২৬ মার্চ

জন্মস্থান : ঢাকা

গানে হাতেখড়ি : ওস্তাদ ফজলুল হক

ছেলেমেয়ে : ১ ছেলে ২ মেয়ে

এছাড়াও আমেরিকান চ্যানেল আইটিভিতে একমাত্র বাংলাদেশী শিল্পী হিসেবে পারফর্ম করেছেন ফেরদৌস ওয়াহিদ। এক ঘণ্টার সম্পূর্ণ লাইভ প্রোগ্রামে গান গাওয়াসহ সরাসরি দর্শকদের প্রশ্নোত্তর দিয়েছেন। তিনি এখনো রীতিমত বিদেশে শো করেন। ৩৩টিরও বেশি দেশে গিয়েছেন গাইতে। এর মধ্যে ২৭ বারই গিয়েছেন সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে।

ফেরদৌস ওয়াহিদ অনেকদিন গান গাওয়ার ক্ষেত্রে ডুব মেরে থাকলেও আবার তিনি ফিরে আসছেন। শিগগিরই বেরোচ্ছে তার নতুন অ্যালবাম 'আই লাভ ইউ বাংলাদেশ'। এ অ্যালবামটি মূলত প্রবাসী বাঙালিদের জন্য তৈরি। এর সুর-সঙ্গীত করেছেন নাদিম আহমেদ। অ্যালবামটির সবগানই নিউইয়র্কে রেকর্ডকৃত। শিল্পী তার এ নতুন অ্যালবামটি উৎসর্গ করেছেন ফিরোজ সাঁইকে।

উল্লেখযোগ্য কয়টি গান

১. *এমন একটা মা দে না*
২. *এই যে দুনিয়া কিসেরও লাগিয়া*
৩. *মামুনিয়া মামুনিয়া*
৪. *আগে যদি জানতাম*
৫. *সব আগুন যায় নেভানো*
৬. *পাগলার মন নাচাইয়া*